চাল নিয়ে চালবাজী, কুষ্টিয়ায় দেড় লাখ টাকা জরিমানা

কুষ্টিয়ায় একই চাল বিভিন্ন ব্রান্ডের নামে বস্তাজাত করে বিক্রয় ও প্রতি বস্তায় ওজনে কম দেওয়ার অপরাধে দেড় লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। দেশব্যাপী চালের মূল্যবৃদ্ধি পাওয়ায় বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে এ বিশেষ অভিযান চালানো হয়।

সোমবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কুষ্টিয়ার খাজানগর এলাকায় বাজার তদারকিমূলক অভিযান পরিচালনা করে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়।

এসময় ২৫ কেজির প্রতি বস্তা চালে ৩০০ গ্রাম পর্যন্ত কম দেওয়া, চাল বিক্রির সময় কোন ভাউচার প্রদান না করা এবং একই চাল বিভিন্ন ব্রান্ডের নামে বস্তাজাত করে বিক্রয় কার অপরাধে দুইটি মিল মালিককে দেড় লাখ টাকা জরিমানা করা হয় অভিয়ান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল।

তিনি জানান, চালের মূল্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কুষ্টিয়ার খাজানগর এলাকার বিভিন্ন মিলে বাজার তদারকিমূলক অভিযান পরিচালনা করা হয়। এসময় হালিম অটো রাইস মিলে গিয়ে দেখা যায় তারা ২৫ কেজির প্রতি বস্তা চালে ৩০০ গ্রাম পর্যন্ত কম দিচ্ছে। তারা চাল বিক্রির সময় কোন ভাউচার প্রদান করে না। একই চাল বিভিন্ন ব্রান্ডের নামে বস্তাজাত করে বিক্রয় করছে। বিভিন্ন অপরাধে প্রতিষ্ঠানটিকে এক লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপ করা হয়। পাশাপাশি মোজাম্মেল এন্টারপ্রাইজ এর মালিক আসমা এন্টারপ্রাইজের নামে চালের পাইকারি ব্যবসা করেন। তিনি কোন যৌক্তিক কারণ ছাড়াই কাজললতা চালের দাম প্রতি কেজিতে দশ টাকা বাড়িয়ে দিয়েছেন। আসমা এন্টারপ্রাইজ কে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ করা হয়।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ অনুযায়ী ওই দুই প্রতিষ্ঠান মালিকের কাছ থেকে মোট এক লাখ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। যাতে আড়তদার ও মিলাররা চালের বাজারে অস্থিরতা সৃষ্টি করতে না পারে এজন্য এ বিশেষ অভিযান চালানো হয়। এ অভিযান চলমান থাকবে বলেও জানান তিনি।

১২০০ টাকা মণ দরে বিক্রি হচ্ছে। এতে গুদামে চাল দিলে লোকসান হবে দেখে মিলাররা চাল সরবরাহ করতে চাচ্ছে না।

কুষ্টিয়া থানাপাড়া গণহত্যা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

গতকাল ২৮ আগস্ট কুষ্টিয়া শহরের থানাপাড়া গণহত্যা দিবস উপলক্ষে শহীদদের স্মরণে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার বিকেলে শহরের ছয় রাস্তা মোড়ের রোটারী ফিজিওথেরাপি সেন্টারে এ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

শহীদ পরিবার, কুষ্টিয়া’র সদস্য আহবায়ক শামসুজ্জামান সাদীর সভাপতিত্বে এবং শহীদ পরিবার, কুষ্টিয়া’র সদস্য সচিব ওবায়দুর রহমানের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বিজ্ঞ জিপি এ্যাড আ স ম আক্তারুজ্জামান মাসুম, একাত্তরের সামাজিক ইতিহাস গ্রন্থের লেখক গওহার নঈম ওয়ারা, সমাজসেবা অধিদপ্তরের সাবেক উপপরিচালক নজরুল ইসলাম, কুষ্টিয়া চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির পরিচালক এসএম কাদেরী শাকিল, গণহত্যায় শহীদ পরিবারের সন্তান রফিকুল ইসলাম, নজরুল ইসলাম, তপন, গবেষক ইমাম মেহেদী, রোটারি ক্লাব অব কুষ্টিয়ার সৈয়দা হাবিবা ও সেক্রেটারি তুষার রতন প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, পাকিস্তানিদের সহযোগী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের চক্রান্তে আগস্টের ২৮ তারিখ রাতে থানাপাড়ার বিভিন্ন বাড়ি থেকে আট–দশজন যুবককে ধরে এনে ছয় রাস্তার মোড়ে জড়ো করা হয়। এঁদের অনেকেই এপ্রিল থেকে এযাবৎ গ্রামে গ্রামে কাটিয়েছেন। আবার কেউ বন্যার কারণে, কেউ ফেলে যাওয়া ঘরবাড়ির দেখাশোনার জন্য শহরে এসেছিলেন। ছয় রাস্তার মোড়ের কাছেই আবদুস সবুর নামে একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। যুদ্ধের আগের বছর পরিবহন ব্যবসা শুরু করেন। ট্রাক ছিল তাঁর। ট্রাকের দুজন শ্রমিকসহ তাঁকে হত্যা করা হয়।

অন্য দুজন পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে গুলির হাত থেকে বাঁচলেও তাঁদের ভাগ্যে কী ঘটেছিল, তা জানা যায়নি। জনশূন্য জ্বালানি কাঠের সেই নৌকা অনেক দিন দাবিহীন পড়েছিল ঘাটে।
আলোচনা সভায় শেষে দোয়া মোনাজাত পরিচালনা করা হয়। এতে শহীদ পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রসঙ্গত, ১৯৭১ সালের ২৮ আগস্ট থানাপাড়া গণহত্যা দিবস। ১৯৭১ সালে এই দিন রাতে রাজাকারদের হাতে শহরের থানাপাড়া জিকে ঘাটে ১০ জন নির্মমভাবে শহীদ হন। বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আবদুস সবুর, শিক্ষক কামাল উদ্দিন শেখ, কিশোর নূরুল ইসলাম শুকু, ওবায়েদ রহিম বুলু ও আক্কেল মোল্লা ঐদিন রাতে রাজাকারদের হাতে প্রাণ হারান। অবশিষ্ট পাঁচজনের পরিচয় আজও জানা যায়নি।

এরআগে, শহীদ পরিবার, কুষ্টিয়া’র সদস্য সচিব মোঃ ওবাইদুর রহমান ও নির্বাহী সদস্য মোঃ শহিদুল ইসলাম দিপু গতকাল কুষ্টিয়া পৌরসভার মেয়র আনোয়ার আলী ও নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ রবিউল ইসলামের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতকালে শহীদ পরিবারের পক্ষ থেকে তারা “শহীদ স্মৃতি সড়ক” নামে একটি সড়কের নামকরণ ও সেখানে শহীদদের স্মৃতি রক্ষার্থে একটি নামফলক স্থাপনের অনুরোধ জানান।

শ্বাসরুদ্ধকর ম্যাচে পাকিস্তানকে হারাল ভারত

শ্বাসরুদ্ধকর ম্যাচে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে ৫ উইকেটে হারিয়ে এশিয়া কাপ শুরু করল ভারতীয় ক্রিকেট দল। দলের জয়ে দুর্দান্ত ব্যাটিং করেন রবিন্দ্র জাদেজা ও হার্দিক পান্ডিয়া।

রোববার সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে চরম বিপর্যয়ে পড়ে ১৯.৫ ওভারে ১৪৭ রানেই অলআউট হয় পাকিস্তান।

টার্গেট তাড়া করতে নেমে ইনিংসের দ্বিতীয় বলেই উইকেট হারান ওপেনার লোকেশ রাহুল। অভিষিক্ত নাসিম শাহর বলে বোল্ড হয়ে ফেরেন তিনি।

এরপর সাবেক অধিনায়ক বিরাট কোহলিকে সঙ্গে নিয়ে ৪৯ রানের জুটি গড়ে ক্যাচ তুলে দিয়ে ফেরেন অধিনায়ক রোহিত শর্মা। রোহিত আউট হওয়ার মাত্র ৩ রানের ব্যবধানে ফেরেন কোহলি। তিনি ৩৪ বলে ৩৫ রান করেন।

চতুর্থ উইকেটে রবিন্দ্র জাদেজার সঙ্গে ৩১ বলে ৩৬ রানের জুটি গড়ে ফেরেন সুরাইয়া কুমার যাদব (১৮)।

এরপর হার্দিক পান্ডিয়ার সঙ্গে পঞ্চম উইকেটে ২৯ বলে ৫২ রানের পার্টনারশিপ গড়ে দলকে জয়ের কাছাকাছি নিয়ে যান রবিন্দ্র জাদেজা। জয়ের জন্য শেষ ওভারে ভারতের প্রয়োজন ছিল মাত্র ৭ রান।

মোহাম্মদ নওয়াজের করা ওভারের প্রথম বলে বোল্ড হয়ে ফেরেন জাদেজা। ওভারের দ্বিতীয় বলে সিঙ্গেল নিয়ে প্রান্ত বদল করেন কার্তিক। তৃতীয় বলে কোনো রান নিতে পারেননি পান্ডিয়া।

জয়ের জন্য শেষ ৩ বলে ভারতের প্রয়োজন ছিল ৬ রান। চতুর্থ বলে ছক্কা হাঁকিয়ে জয় নিশ্চিত করেন পান্ডিায়। তিনি ১৭ বলে চার বাউন্ডার আর এক ওভার বাউন্ডারিতে ৩৩ রান করে অপরাজিত থাকেন।

এর আগে টস জিতে পাকিস্তানকে প্রথমে ব্যাটিংয়ে পাঠায় ভারত। আগে ব্যাট করতে নেমে তৃতীয় ওভারেই উইকেট হারান পাকিস্তানের অধিনায়ক বাবর আজম। ২.৩ ওভারে দলীয় ১৫ রানে ফেরেন তিনি।

এরপর রিজওয়ানের সঙ্গে ১৯ বলে ২৭ রানের জুটি গড়ে ফেরেন ফখর জামান (১০)।

তৃতীয় উইকেটে ইফতেখার আহমেদকে সঙ্গে নিয়ে ৩৮ বলে ৪৫ রানের জুটি গড়েন রিজওয়ান। ১২.১ ওভারে দলীয় ৮৭ রানে তৃতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে ফেরেন ইফতেখার। তিনি সাজঘরে ফেরার আগে ২২ বলে ২৮ রান করেন।

ইনিংসের শুরু থেকে দায়িত্ব নিয়ে ব্যাটিং করে যাওয়া মোহাম্মদ রিজওয়ান ফেরেন ১৫তম ওভারের প্রথম বলে। ৪২ বল খেলে মাত্র ৪৩ রানে ফেরেন পাকিস্তানের এই তারকা ওপেনার।

ওই ওভারের তৃতীয় বলে ফেরেন খুশদিল শাহ। ১৪.৩ ওভারে ৯৭ রানে পাকিস্তান হারায় টপ অর্ডারের ৫ ব্যাটসম্যানের উইকেট।

ভারতের বিপক্ষে হাই ভোল্টেজ ম্যাচে ব্যাটিং বিপর্যয়ের কারণে ১৯.৫ ওভারে ১৪৭ রান তুলতে সমর্থ হয় পাকিস্তান। ভারতের হয়ে ৪ ওভারে ২৮ রানে ৪ উইকেট নেন পেসার ভুবনেশ্বর কুমার। ৩ উইকেট শিকার

করেন পেস বোলিং অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া।

ক্যানসারে আক্রান্ত ‘কেজিএফ’ তারকা

তার নাম হরিশ রায়। তবে তাকে ‘কেজিএফ’ এর কাসিম নামেই বেশি চেন সিনেপ্রেমীরা। ভারতের তুমুল জনপ্রিয় সিনেমায় কাসিম চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকদের হৃদয় জিতেছিলেন হরিশ রায়। আর সেই হরিস রায় ক্যানসারে আক্রান্ত এখন।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে অভিনেতা নিজেই দুঃসংবাদটি জানিয়েছেন। প্রায় এক বছর আগে গলায় ছোট স্ফীত অংশ বুঝতে পারেন তিনি। সেটিই ধীরে ধীরে বেড়ে ক্যান্সারে রূপ নিয়েছে।

‘কেজিএফ’ সিনেমার শুটিংয়ের সময় প্রায়ই শ্বাসকষ্টে ভুগতেন হরিশ। এরপর টেস্ট করানোর পর তিনি বুঝতে পারেন, দূরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হতে চলেছেন তিনি। দ্রুত চিকিৎসা করাতে হবে তাকে। কিন্তু সুচিকিৎসা করানোর মতো অর্থ ছিল না তার।

সে কথা জানিয়ে সাক্ষাৎকারে হরিশ রায় বলেন, ‘আমার বাচ্চারা খুবই ছোট এবং গলায় অস্ত্রোপচার করাতে ভয় পেয়েছিলাম। তাই ‘কেজিএফ’ সিনেমাটা শেষ করতে চেয়েছিলাম। এরপর অনেক খ্যাতি পেয়েছি এবং ঝুঁকিটা নিয়েছি। কিন্তু ততো দিনে ক্যানসার আমার ফুসফুসে ছড়িয়ে পড়ে। আমার ফুসফুসে পানি জমতে থাকে। কিন্তু ততদিনে ক্যানসার গভীরভাবে ছড়িয়ে পড়েছে তার শরীরে।

হরিশ বলেন, এক বন্ধুর পরামর্শে বেঙ্গালুরুর কিডওয়াই ক্যানসার ইনস্টিটিউটে চিকিৎসা শুরু করি। কিন্তু ততদিনে দেরি হয়ে গেছে অনেক। অবস্থার কোনো উন্নতি হচ্ছিল না তার। চিকিৎসক জানিয়েছেন, ক্যানসারের চতুর্থ ধাপে রয়েছি।

নতুন করে চিকিৎসা শুরু করেছেন বলেন জানান ‘কেজিএফ’ খ্যাত অভিনেতা। তার অসুখের খবরে একজন তারকা অভিনেতা তাকে সাহায্যের হাত

বাড়িয়েছেন। শুধু তাই নয়, কন্নড় সিনেমার অনেক অভিনেতা ও নির্মাতা তাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বলে জানান হরিশ।

রাজপথ দখলের সুযোগ দেবে না আওয়ামী লীগ

নির্বাচন সামনে রেখে কাউকে রাজপথ উত্তপ্তের সুযোগ দেবে না আওয়ামী লীগ। শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে বাধা না দেওয়ার ঘোষণা থাকলেও বিএনপিসহ বিরোধীদের মাঠ দখলের সুযোগ দিতে চায় না ক্ষমতাসীনরা। ‘অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরির ষড়যন্ত্র’ এবং তা মোকাবিলায় মাঠে থাকার হুঁশিয়ারিও দিচ্ছে দলটি।

কেন্দ্রীয়ভাবে প্রকাশ্যে নির্দেশনা না থাকলে সম্প্রতি বেশ কিছু স্থানে বিএনপির কর্মসূচিতে স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের বাধা দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। পাশাপাশি আওয়ামী লীগের একাধিক নেতা ও মন্ত্রী বিএনপির উদ্দেশে হুঙ্কার দিয়েছেন। সেপ্টেম্বর থেকে আরও জোরালোভাবে মাঠে নামার ঘোষণা দিয়েছেন তারা।

আওয়ামী লীগ মাঠে নামলে পালানোর পথ পাবে না বলে হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন দলটির নেতারা। আওয়ামী লীগের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের নেতারা বলছেন, বিএনপিসহ বিরোধীরা চাইলে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করতে পারবে। কিন্তু আন্দোলনের নামে সহিংসতা হলে প্রতিহত করা হবে। যেখানে বিএনপি-জামায়াত সেখানেই প্রতিরোধের ঘোষণা দিয়েছে দলটি।

জানতে চাইলে আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য আব্দুর রহমান যুগান্তরকে বলেন, বিএনপি বা অন্য যে কেউ চাইলে আন্দোলন করতেই পারে। আমরা তো তাদের মাঠে নামতে বারণ করছি না। শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করলে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু আন্দোলনের নামে জ্বালাও-পোড়াও, অগ্নিসংযোগ বা দেশকে অস্থিতিশীল করতে চাইলে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে তা প্রতিহত করা হবে। এগুলো করার সুযোগ কাউকে দেওয়া হবে না।

একই বিষয়ে আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম যুগান্তরকে বলেন, শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করলে আমাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। কিন্তু আন্দোলনের নামে জনজীবনে অশান্তি সৃষ্টি করলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী দেখবে। দেশ, দেশের মানুষ ও উন্নয়নের স্বার্থে সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে এগুলো প্রতিহত করা আমাদেরও নাগরিক দায়িত্ব। আওয়ামী লীগ সেই দায়িত্ব পালন করবে। কেউ পরিস্থিতি উত্তপ্ত করে শান্তি বিঘ্নিত কিংবা দেশকে অস্থিতিশীল করতে চাইলে তাদের সে সুযোগ দেওয়া হবে না।

বর্তমান সরকারের অধীনে ভোটে না যাওয়ার কথা আগেই জানিয়ে দিয়েছে বিএনপি। চলমান পরিস্থিতিকে সামনে রেখে ধারাবাহিক কর্মসূচি নিয়ে মাঠেও নেমেছে দলটি। নির্বাচন ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতির মাঠে এই উত্তাপ আরও বাড়বে। ফলে চলমান পরিস্থিতিকে হালকাভাবে নিচ্ছে না দলটি। এক দিকে সব দলকে নির্বাচনে আনতে মাঠে সহনীয় পরিস্থিতি তৈরি করতে হবে বলে মনে করেন তারা। আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইতোমধ্যে একাধিকবার শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে বাধা না দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। অন্য দিকে নির্বাচনের সামনে বিএনপির আন্দোলন ও সরকার পতনের হুমকিও সহজভাবে নিতে পারছেন না ক্ষমতাসীনরা। সব মিলিয়ে নির্বাচনকে সামনে রেখে ‘কঠিন সময়’ মোকাবিলায় আটঘাট বেঁধেই মাঠে নামছেন তারা।

আওয়ামী লীগের একাধিক কেন্দ্রীয় নেতা জানান, সর্বশেষ কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় দলীয় সভাপতি শেখ হাসিনা বলেছেন, বিরোধীদের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে দল থেকে বাধা দেওয়া হবে না। নেত্রীও চান সব দল নির্বাচনে আসুক। রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করুক। কিন্তু বিএনপির নেতারা আন্দোলনের নামে প্রধানমন্ত্রীর নামে অশ্লীল ভাষায় কথা বলছেন। তারা সরকার পতনের আন্দোলনের নামে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চান। ফলে আর তাদের একেবারে ছাড় দেওয়া হবে না। সেই প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।

ইতোমধ্যে বেশ কিছু স্থানে বিএনপির কর্মসূচিতে বাধা দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। তবে এর পেছনে রয়েছে স্থানীয় রাজনীতি। নির্বাচন ঘনিয়ে আসায় দলীয় মনোনয়ন ও আধিপত্য ধরে রাখতে স্থানীয় নেতারাই বিএনপির কর্মসূচিতে বাধা দিচ্ছে বলে অনেকে মনে করছেন।

আওয়ামী লীগের সম্পাদকমণ্ডলীর এক সদস্য বলেন, এখন মাঠে নামলেও বছরের শেষের দিকে অর্থাৎ নভেম্বর ডিসেম্বর থেকে বিএনপি-জামায়াতসহ বিরোধীরা সরকারবিরোধী আন্দোলন জোরদার করতে চাইবে। তারা এখন

থেকে প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাই আমরাও তাদের কর্মসূচিতে কঠোর নজরদারি রাখছি। নেত্রীও আমাদের এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে বলেছেন। কোথাও আন্দোলনের নামে সরকারবিরোধী ষড়যন্ত্র হলে রাজপথে জবাব দেওয়া হবে। সারা দেশে নেতাকর্মীদের প্রস্তুত করা হচ্ছে।

এদিকে জাতীয় শোকের মাসে আওয়ামী লীগ তাদের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকে। ফলে ডিসেম্বরের জাতীয় সম্মেলন ও জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে তাদের তৃণমূল পর্যন্ত দল গোছানোর কাজ এই মাস বন্ধ ছিল। সেপ্টেম্বর মাস থেকে এই কাজেও গতি বাড়াবে দলটি। শুরু করবে তৃণমূল সম্মেলন। ঢেলে সাজানো হবে মেয়াদোত্তীর্ণ সহযোগী সংগঠনগুলোকেও। পাশাপাশি ঢাকা মহানগর উত্তর-দক্ষিণ শাখা সেপ্টেম্বর থেকে কর্মসূচি আয়োজন করবে। ঢাকার বাইরেও বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে মাঠ দখলে রাখবে আওয়ামী লীগ। মাঠের প্রধান বিরোধী দল বিএনপিকে রাজনৈতিক মাঠে কুপোকাত করতেই তাদের এই কৌশল।

এদিকে নির্বাচনের আগে শরিকদের পাশে রাখতে চাইছে আওয়ামী লীগ। বিরোধীদের পালটা কর্মসূচিতে তাদেরও মাঠে নামাবে ক্ষমতাসীনরা। সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে অপরাজনীতির বাহকদের সব ষড়যন্ত্র ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিহত করতে আগামী সেপ্টেম্বর থেকে ১৪ দল রাজপথে থাকবে বলে জানিয়েছেন জোটের সমন্বয়ক ও মুখপাত্র আমির হোসেন আমু।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৭ আসামী গ্রেফতার, ৪ টি মামলা রুজ্জু

মেহেরপুরে পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ২ জন ও নিয়মিত মামলায় ৫ জনসহ ৭ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

আসামিদের মধ্যে আদালতের পরোয়ানভূক্ত জিআর মামলায় ২ জন ও নিয়মিত মামলায় ৫ জন আসামী গ্রেফতার করা হয়েছে।

রবিববার (২৮ আগষ্ট) সকাল থেকে আজ সোমবার ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের একাধিক টিম গোপন সংবাদে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করে।

এছাড়া ২৪ ঘন্টায় সদর থানায় ২টি, মুজিবনগর থানায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে ১ টি ও গাংনী থানায় ১ টি মামলা এএফআইআর ভ’ক্ত করা হয়েছে। এসময় মুজিবনগর থানা পুলিশ ২৫ কেজি চুল ও সদর থানা পুলিশ ১০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করেছে।
গ্রেফতারকৃতদের আজ সোমবার (২৯ আগষ্ট) সকালের দিকে মেহেরপুর আদালতের সোপর্দ করা হয়েছে।

মটমুড়া ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক ফোরামের সমন্বয় সভা

এসডিজি ইউনিয়ন গড়ে তোলার লক্ষ্যে মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদ ও ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক ফোরাম এর সাথে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে’।

মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদ হলরুমে ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক ফোরাম ও ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে সমন্বয় সভা শুরু হয়। সভা শুরুতে ইউনিয়নের গ্রাম উন্নয়ন দলের সদস্যগন তাদের গ্রাম পর্যায়ে নানামুখী সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের চিত্র উপস্থাপন করেন। কাজ করতে গিয়ে যে সকল চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন তা ইউ,পি চেয়ারম্যানের কাছে উপস্থাপন করেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ বলেন, গ্রাম উন্নয়ন দলের সদস্যগন নিয়মিত তাদের গ্রামের সামাজিক সমস্যা সমাধানে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে কাজ করে চলেছেন।

যারা এই মহৎ কাজের সাথে জড়িত তাদের আমি অভিনন্দন জানাই। গ্রামের যে কোন সমস্যা সমাধানে গ্রাম উন্নয়ন দলের সদস্যগনকে এই ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সহযোগিতার প্রত্যাশাও ব্যক্ত করেন।

মটমুড়া ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক ফোরাম এর সভাপতি হাসান আলীর সভাপতিত্ব অনুষ্ঠিতসমন্বয় সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ‘দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ এর গাংনী উপজেলার সমন্বয়কারী হেলাল উদ্দিন, চরগোয়ালগ্রাম গ্রাম উন্নয়ন দলের সভাপতি ও বিশিষ্ট সমাজসেবক আসাদুজ্জামান বানাত ও বাওট বাধাগ্রস্ত শিশু বিদ্যালয় এর প্রধান শিক্ষক ইনামুল হক।

এসময় সকল ইউ,পি সদস্য সহ, ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রাম উন্নয়ন দলের সভাপতি, সেক্রেটারি ও সদস্য এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করেন ইউনিয়ন সমন্বয়কারী সাধন কুমার।

দর্শনায় ৭শ পিচ ট্যাপেনন্ডা ট্যাবলেটসহ গ্রেফতার-১

দর্শনায় অভিযান চালিয়ে ৭শ পিচ ট্যাপেন্ডাল ট্যাবলেটসহ জীবননগরের আক্তারুজ্জামান লিটনকে গ্রেফতার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

জানা যায় রবিবার বিকাল সাড়ে ৫ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ এইচ এম লুৎফুল কবিরের নেতৃত্বে দর্শনা থানার এসআই(নিঃ) শামীম রেজা এএসআই (নিঃ) সানোয়ার হোসেন, এএসআই(নিঃ) তুহিনুজ্জামান, সঙ্গীয় ফোর্সসহ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মাদক বিরোধী অভিযান চালায় প্রতাপপুর ওয়াজিদ মল্লিকের পুকুর পাড়ের পাকা রাস্তার উপর।

এ সময় পুলিশ ভারতীয় নিষিদ্ধ ৭শ পিচ ট্যাপেন্ডাল ট্যাবলেটসহ জীবননগর থানার নতুনপাড়া গ্রামের মোক্তার হোসেনের ছেলে আক্তারুজ্জামান লিটন কে গ্রেফতার করে।

এ ঘটনায় দর্শনা থানা পুলিশ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে

আলমডাঙ্গার হারদিতে বোমা সাদৃশ্য বস্তু উদ্ধার

আলমডাঙ্গার হারদি ইউনিয়নের গোপালদিয়ার গ্রাম থেকে দুটি বোমা সাদৃশ্য বস্তু উদ্ধার করেছে পুলিশ।

পুলিশ জানায়, রোববার উপজেলার হারদি ইউনিয়নের গোপালদিয়ার গ্রামের মসজিদ প্রাঙ্গণ থেকে লাল টেপ মোড়ানো বোমা সাদৃশ্য পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেয় স্থানীয়রা।

পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে বোমা দুটি উদ্ধার করে। তবে এঘটনায় কে বা কারা জড়িত তাদের কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।

আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (ওসি) সাইফুল ইসলাম জানান, গোপালদিয়ার গ্রাম থেকে দুটি লাল টেপে মোড়ানো বোমা সাদৃশ্য বস্তু উদ্ধার করা হয়েছে। কে বা কাহারা এটি কোন উদ্দেশ্যে রেখে তা জানাযায়নি। তদন্ত চলছে, পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

যাত্রী সেজে কোটচাঁদপুর থেকে ইজিবাইক চুরি

যাত্রী সেজে ইজিবাইক চুরি করল চোর চক্রের সদস্যরা। রবিবার দুপুরে কোটচাঁদপুরের ব্রীজঘাট মোড় এ ঘটনা ঘটেছে। ভুক্তভোগী সোহেল রানা জানান, জীবননগর থেকে দুই জন যাত্রী ইজিবাইক ভাড়া করে কোটচাঁদপুর নিয়ে আসে।

এরপর স্থানীয় ব্রীজঘাট নামকস্থানে এসে ওই যাত্রীদের একজন বস্তা কিনতে আমাকে সঙ্গে করে পাশের দোকানে নিয়ে যান। এর কিছুক্ষন পর আমি ইজিবাইকের কাছে এসে দেখি ইজিবাইক নাই। আর যাত্রী দুই জনও

নাই।

এরপর আশেপাশে অনেক খোঁজা খুজি করেও কোন লাভ হয়নি। পরে বুঝতে পারলাম ইজিবাইকটি চুরি হয়ে গেছে। ওই সময় আমি কোটচাঁদপুর থানায় এসে বিষয়টি জানায়। তারা আমাকে আরো একটু খোঁজ খুজি করতে বলেন।

এ সময় আমি ঘটনাস্থলের একটি দোকানের সিসিটিভিতে ইজিবাইক চুরির দৃশ্য দেখতে পায় তবে কাউকে চিনতে পারিনি। তিনি বলেন, আমার দুটি গরু ছিল, আর কিছু টাকা কিস্তি তুলে এ ইজিবাইকটি কিনি।

এখনও কিস্তির টাকাও পরিশোধ করতে পারিনি। এ ঘটনায় কোটচাঁদপুর থানায় অভিযোগ করবেন বলে তিনি বলেন। সোহেল রানা মহেশপুর উপজেলার তৈলকুপ গ্রামের কোরবান আলীর ছেলে।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার ডিউটিরত উপপরিদর্শক আব্দুল মতিন জানান, অভিযোগ করেনি। তবে মৌখিক ভাবে বলেছে। এখনও বাইরে খোঁজাখুজি করছেন।